RECOMMENDATIONS
from the Bangladeshi Urdu-speaking community to amend the draft CITIZENSHIP BILL

In February 2016, the Cabinet of the Government of Bangladesh reportedly approved the Citizenship Bill 2016 (the “Bill”), in order to “enact provisions on Bangladesh Citizenship and Relevant Matters”. Apparently, no public consultations regarding the content of the law was organized by the government prior to its being placed before the Cabinet.

The purpose of this paper is to convey the following four recommendations from the Urdu-speaking community to the policy makers of Bangladesh with the intent to protect all Bangladeshis from being at risk of statelessness.

1. Uphold the Constitution by amendingSection 3 and Section 28 of the draft Bill

Section 3 of the Bill states that “Notwithstanding anything contained in any other Act, legal instrument, judgment, decree etc. the provisions of this Act will prevail.

“Section 28(2)(a) of the Bill states that “citizenship of persons who obtained Bangladeshi citizenship under the repealed Acts shall prevail, subject to consistency with the provisions of this Act ...”

Such a provision, seeking to over-ride or negate a judgment or decree, appears inconsistent with the principles of constitutional democracy, where the Constitution is regarded as sovereign, and the judiciary is empowered to interpret and enforce the Constitution.

Section 3 is also against the principles of natural justice to the extent that it would strip of the citizenship, and thus cause harm or detriment to individuals who had been declared to be citizens, or whose citizenship had been affirmed, following certain court judgments or decrees,specifically, members of the Urdu-speaking community. Section 3 and Section 28(2)(a) should be amended inthe draft bill.

2. The best interest of the child should be maintained.

The Convention on the Rights of the Child (CRC) stipulates an obligation on the state to put safeguards and appropriate legal protections in place for children before and at birth, including on the right to nationality. The current draft bill violates this principle, and several articles in the bill leave the child at risk of statelessness:

- Section 4(2)(b) of the Bill is contrary to the Constitution as it would arbitrarily deprive individuals of constitutional protection. It is also inconsistent with international human rights law.
- Section 5(2) unduly penalizes a child for lack of birth registration or possessing a birth certificate – restricting a child’s right to nationality should never be used as a penalty, especially for lack of action of the parent/guardian.
- Section 5(3) also violates the best interest of the child where if the state establishes that the child’s either parent joins or associates with a quasi or a military force that undermines the sovereignty of the state.
- Section 11 extends even to the grandparents – if they are considered enemies of the state the nationality of a child may be at risk.

We propose that these sections should be deleted or amended because they undermine the best interest of the child and puts Bangladeshichildren at risk of statelessness.

3. The state should not regulate on the freedom of marriage:Delete or amend Section 11 of the draft Bill

The Bill talks of forbidden marriages contrary to the Special Marriage Act Section 2 that states that no law or custom as to consanguinity shall prevent two parties from marrying, unless a relationship can be traced between two parties through some common ancestor, with a specified closeness of relationship.

- Section 11 of the draft Bill talks of validity of marriage. This provision can be abused and the state cannot dictate on which union is valid or not.
- Section 11(b) of the draft Bill also talks of countries whose nationals cannot be married by a Bangladeshi citizen. This Section is a violation on the right to marry and it is discriminatory in nature, potentially targeting vulnerable communities inparticular.

We propose that this Section should be deleted or amended to protect matrimonial sanctity and freedom.

4. The law should not use deprivation or denial of nationality to punish past crimes, but should be all inclusive.

Several articles talk about 'alien enemies' and citizens who provide support to them. Section 18(b) refers to persons who provided assistance to alien enemy state. This provision can be abused in interpretation, thus opening an avenue for discrimination, i.e., giving an enemy drinking water can disqualify you from getting your nationality. This section will create a risk of statelessness.

Section 20 of the Bill confers authority on the Government to terminate citizenship of any Bangladeshi citizen, except citizens by birth, in certain circumstances, namely if:

(i) "s/he expresses lack of allegiance towards the sovereignty of Bangladesh or the Constitution of Bangladesh through any action or behavior" (Sub-section (c));

(ii) "if any information is received regarding his/her withdrawing allegiance towards Bangladesh" (Sub-section (d)).

The Bill does not contain any definition of "direct or indirect allegiance", "allegiance", and "providing assistance", and accordingly leaves interpretation of these expressions open-ended. It also does not specify which authority will decide when such 'disobedience' has been expressed or who will receive information regarding these actions. The terms used are vague and uncertain and appear incapable of definition. Accordingly, this provision lacks clarity or uncertainty. It accords wide and unfettered discretion on the executive authority and is therefore arbitrary. It contravenes Articles 26, 27 and 31 of the Constitution. Therefore, these Sections should be removed from the draft Bill and/or very specific definitions of the above-named terms should be inserted in the beginning sections of the Bill.

The Urdu-speaking community of Bangladesh would like to urge the government of Bangladesh to consider the above mentioned recommendations and amend the draft bill to prevent the risk of statelessness for all Bangladeshi citizens in future.

COM
COUNCIL OF MINORITIES

Council of Minorities is a development organization working for the rights of minority people in Bangladesh

18/8, Tikkapara, Mohammadpur, Dhaka-1207
E-mail : council.minorities@gmail.com
Website : www.com-bd.org
Cell : +88 01911479073

খসড়া নাগরিকত্ব বিল, ২০১৬ সংশোধন আনতে বাংলাদেশী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে সুপারিশমালা

২০১৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলাদেশ সরকারের কেবিনেট নাগরিকত্ব বিল, ২০১৬ অনুমোদন করেছে। এই বিল, "বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও আনুসাঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে আনীত" হয়েছে। কেবিনেটে উপস্থাপনের আগে, স্পষ্টতই আইনটির বিষয়াদি নিয়ে কোন জনআলোচনা আয়োজন করা হয়নি।

এই লেখাটির উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠীর পক্ষ হতে চারটি সুপারিশ বাংলাদেশের নীতিনির্ধারকদের কাছে পেশ করা। আর তা করা হচ্ছে সকল বাংলাদেশীর রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকি হতে রক্ষা করার অভিপ্রায়ে।

১. খসড়া বিলের ধারা ৩ ও ২৮ সংশোধন করে সংবিধান সমুন্নত রাখুন

বিলের ধারা ৩ - এ বলা হয়েছে, "আপাতত বলবৎ অন্যকোন আইন, আইনগত দলিল, রায়, ডিক্রি, ইত্যাদিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে"।

ধারা ২৮(২)(ক) - এ বলা হয়েছে, "উক্ত রহিতকৃত আইনের অধীনে যেসকল ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহাদের নাগরিকত্ব এই আইনের বিধানের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে বলবৎ থাকিবে এবং উক্ত আইনের অধীন কৃত সকল কাজ বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।"

অন্যকোন আইন, আইনগত দলিল, রায়, ডিক্রি, ইত্যাদি নাকচ করে দেওয়ার বিধান সংসদীয় গণতন্ত্রের মূলনীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয় কারণ এই গণতন্ত্রে সংবিধান সার্বভৌম এবং বিচারব্যবস্থা সংবিধানকে ব্যাখ্যা ও বলবৎ করার ক্ষমতা রাখে।

ধারা ৩ একইসঙ্গে এই হিসেবে স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের পরিপন্থী যে তা সেই সব ব্যক্তির নাগরিকত্ব কেড়ে নিয়ে ক্ষতি সাধন করবে যাদের নির্দিষ্ট বিচারালয়ের রায়ের বা ডিক্রির মাধ্যমে নাগরিকত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে। এর মাঝে বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী। প্রস্তাবিত আইনের খসড়ার অনুচ্ছেদ ৩ ও ধারা ২৮(২)(ক) সংশোধন করা উচিত।

২. শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষা করা উচিত

শিশু অধিকার কনভেনশন শিশুর জন্য পূর্বে ও জন্মে রাষ্ট্রের ওপর তাকে রক্ষা করা ও যথাযথ আইনি নিরাপত্তার বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছে। এর মাঝে নাগরিকত্বের অধিকারও শামিল আছে। বর্তমান খসড়া আইন সেই নীতি লংঘন করে ও এর কিছু অংশ শিশুর রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকি সৃষ্টিকরে:

- ধারা ৪(২)(খ) সংবিধানের পরিপন্থী যেহেতু তা ব্যক্তিকে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ হতে বঞ্চিত করবে। এটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনেরও পরিপন্থী।
- ধারা ৫(২) কোন শিশুকে জন্মসনদ বা জন্মনিবন্ধন না থাকার কারণে অসঙ্গতভাবে দণ্ডিত করছে। এর ফলে শিশুর জাতীয়তার অধিকার সঙ্কুচিত হবে। পিতা-মাতা বা অভিভাবকের উদ্যোগহীনতার কারণে শিশুকে শাস্তি দেয়া যায় না।
- ধারা ৫(৩) শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থের খেলাফ। এখানে বলা হচ্ছে যে, যদি শিশুর পিতা বা মাতার কেউ একজন বিদেশি কোন সামরিক বা আধাসামরিক বা অন্যকোন বিশেষ বাহিনীতে যোগ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাহলে সেই শিশু বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার যোগ্য হবে না।
- ধারা ১১ এমন কি পিতামহ/মাতামহ পর্যন্ত গিয়েছে - যদি তারা রাষ্ট্রের শত্রু বলে বিবেচিত হয় তাহলে শিশুর নাগরিকত্ব হুমকির মুখে পড়তে পারে।

আমরা এই অংশগুলো বর্জন বা সংশোধনের প্রস্তাব করছি কারণ তা শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ অবমূল্যায়ন করে বাংলাদেশী শিশুদের রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকির মুখে ফেলবে।

৩. বিবাহের স্বাধীনতায় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়ঃ খসড়া আইনের অংশ বাদ বা সংশোধন করা হোক।

খসড়া আইনে বিবাহ নিষেধের কথা বলা হয়েছে যা বিশেষ বিবাহ আইনের ধারা ২ এর বিরোধী যেখানে বলা হয়েছে যে সগোত্রতা সংক্রান্ত কোন আইন বা প্রথা কোন দুই পক্ষকে বিবাহ করতে বাধা দিতে পারবে না।

- খসড়া আইনের ধারা ১১ বিবাহের বৈধতার কথা বলেছে। এই বিধানের অপব্যবহার হতে পারে এবং কোন বিবাহবন্ধন বৈধ বা অবৈধ তা নিয়ে রাষ্ট্র নির্দেশনা দিতে পারে না।

- খসড়া আইনের ধারা ১১(খ) সেই সব দেশের কথা বলা হয়েছে যাদের নাগরিকদের বাংলাদেশী নাগরিকরা বিবাহ করতে পারবে না। এই অনুচ্ছেদ বিবাহ করার অধিকারের পরিপন্থী এবং তা বৈষম্যমূলক যার সম্ভাব্য শিকার হতে পারেন বিশেষ করে ঝুঁকিগ্রস্থ সম্প্রদায়।

বিবাহ সংক্রান্ত পবিত্রতা ও স্বাধীনতা রক্ষা করতে আমরা এই অনুচ্ছেদগুলো বর্জন বা সংশোধনের প্রস্তাব করছি।

৪. অতীত অপরাধের শাস্তি দিতে নাগরিকত্ব অস্বীকার বা বঞ্চিত করা ব্যবহার না করে আইনটি সর্ব অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়া উচিত

বেশ কয়েকটি অংশে 'বিদেশিশত্রু' এবং তাদের সহায়তাকারী নাগরিকদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। ধারা ১৮(খ) বিদেশি শত্রু রাষ্ট্রকে সহায়তাকারী নাগরিকদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই বিধানের অপব্যাখ্যা হতে পারে, এভাবে তা বৈষম্যের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে, যেমন, কোন শত্রুকে পানি পান করালেও তা নাগরিকত্ব হতে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হতে পারে। এই অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকি সৃষ্টি করবে।

খসড়া আইনের ধারা ২০ সরকারকে যেকোন বাংলাদেশী নাগরিকের নাগরিকত্ব বাতিল করার ক্ষমতা অর্পণ করেছে। এর ব্যতিক্রম হচ্ছে জন্মসুত্রে নাগরিক, আর বিশেষ বিবেচিত পরিস্থিতি হচ্ছেঃ

ক. কোন কার্যে বা আচরণে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যহীনতা প্রকাশ করিলে। [ধারা ২০(গ)]

খ. বাংলাদেশের প্রতি তাহার আনুগত্য প্রত্যাহার করিয়াছেন মর্মে তথ্য পাওয়া গেলে। [ধারা ২০(ঘ)]

খসড়া আইনটিতে "সরাসরি বা পরোক্ষ আনুগত্য", "আনুগত্য", এবং"সহায়তা প্রদানের"কোন সংজ্ঞা দেওয়া নাই। ফলে এর ব্যাখ্যা নির্দিষ্ট নয়। এরকম "আনুগত্যহীনতা" কোন কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করবে বা এই সংক্রান্ত তথ্যকে গ্রহণ করবে তাও এখানে উল্লেখিত হয়নি। ব্যবহৃত পরিভাষা অস্বচ্ছ, অনিশ্চিত ও সংজ্ঞা প্রদানে অসমর্থ বলে প্রতীয়মান হয়। ফলে এই বিধানে স্বচ্ছতা ও নির্দিষ্টতার ঘাটতি রয়েছে। এটি সংবিধানের ২৬, ২৭ ও ৩১তম ধারা লঙ্ঘন করে। তাই, এই অনুচ্ছেদগুলো খসড়া আইন হতে বাদ বা সংশোধন করা উচিত এবং/অথবা উক্ত পরিভাষাগুলোর নির্দিষ্ট সংজ্ঞা খসড়ার প্রথমেই দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী বাংলাদেশ সরকারের কাছে উপরোল্লিখিত সুপারিশসমূহ বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে ভবিষ্যতে সকল বাংলাদেশী নাগরিকের রাষ্ট্রহীনতার ঝুঁকি হতে রক্ষা করতে খসড়া আইনটি সংশোধন করার জন্য আবেদন জানাচ্ছে।

C M
COUNCIL OF MINORITIES
কাউন্সিল অব মাইনরিটিজ বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে কর্মরত একটি সংগঠন

১৮/৮, টিক্কাপাড়া, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল : council.minorities@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.com-bd.org
মোবাইল : +৮৮ ০১৯১১৪৭৯০৭৩